তারিখ ....
পৃঃ .... কলাম ....
SEP 25 200

স্কুলে চাদাবাজদের উড়োচিঠি প্রসঙ্গ

গত রবিবার উত্তরাস্থ সিভিল এভিয়েশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের নামে
একটি উড়োচিঠি আসে। চিঠিতে সন্ত্রাসীরা পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করিয়াছে।
াদা না দিলে স্কুলের ছাত্রী অপহরণ করা হইবে বলিয়া হুমকি দেওয়া হইয়াছে।
ধু তাহাই নহে, পুলিশকে খবর দিলে প্রধান শিক্ষককে খুন করা হইবে বলিয়াও
ঠিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসব তথ্য আমরা জানিতে পারিয়াছি গত
সামবার ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'মুক্তিপণের দাবিতে আবার স্কুল-কলেজে
ড়োচিঠি' শীর্ষক একটি সংবাদ হইতে। আমাদের রিপোর্টার লিখিয়াছেন যে,
ংশ্লিষ্ট স্কুলের অভিভাবকরা আতংকিত হইয়া পড়িয়াছেন। এক মাস পূর্বেও
াকি অনুরূপ একটি চিঠি পাইয়াছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাহেব। ছাত্র-
াত্রী ও অভিভাবকরা আতংকিত হইয়া পড়িতে পারেন ভাবিয়া হয়তোবা তখন
সই চিঠির কথা প্রকাশ করা হয় নাই। হইতে পারে তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ
বিষয়টিকে তেমন আমলও দেন নাই। কিন্তু এইবার আর বিষয়টি গোপন না
রিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বিমান বন্দর থানাকেও ব্যাপারটা জানানো
ইয়াছে। আমরা উক্ত খবরে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। অভিভাবকদের মনের
বস্থাও আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। স্কুলে কোমলমতি
হলেমেয়েদের পাঠাইয়া তাহারা এমতাবস্থায় কী করিয়া স্বস্তিতে থাকিতে
ারেন? অথচ ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠাইয়া তাহাদের উপায়ও নাই। তীব্র
তিযোগিতার এই যুগে ছেলেমেয়েদের ঘরে বসাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকা চলে
া। আমরা বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

সিভিল এভিয়েশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে দেওয়া উক্ত চিঠির
্যাপারটা যদি বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হইত তবে তেমন উদ্বিগ্ন হইবার কারণ ছিল
া। কিন্তু ইতিপূর্বে রাজধানীর গোটা পনের স্কুলে চাঁদা দাবী করার ঘটনা
টিয়াছে বিধায় বিষয়টিকে হালকাভাবে লইবার কোন অবকাশ নাই। দেখিয়া-
নিয়া মনে হইতেছে যে, চাঁদাবাজদের নজর এখন রাজধানীর স্কুলগুলির
পরও পড়িয়াছে। ইহাদের দমন করিবার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
ত্যাবশ্যক। চাঁদাবাজদের হাতে যেন রাস্তার ফকির হইতে শুরু করিয়া
াল্পপতি পর্যন্ত সকলেই আজ জিম্মি। আর এখন স্কুলগুলিতেও তাহারা চাঁদার
ন্য হুমকি-ধমকি দিতেছে। ইহাদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে কি আমরা শুধু
াখিয়াই যাইব, কোন বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে না? মনে রাখিতে হইবে
য, চাঁদাবাজদের কোন দল নাই, ইহারা সমাজের দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ। এই ক্ষত
ারানোর জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করা দরকার।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে,
েশে শিশু অপহরণের সংখ্যা বাড়িতেছে। অন্যদিকে ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত
ারেকটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশে শিশু হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণের
টনা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিশু শিহাব ও বাপ্পীকে অপহরণপূর্বক মুক্তিপণ দাবী
রিয়া পরে হত্যা করা হইয়াছিল সে তো সেদিনের কথা। স্কুলগুলিতে যেসব
লেমেয়ে পড়াশুনা করে তাহারাও শিশু। এই শিশুদের কোন একজনেরও শিহাব
বাপ্পীর মতো করুণ ও হৃদয়বিদারক পরিণতি হউক তাহা আমরা চাহিতে পারি
। সম্প্রতি অপহরণকারীদের কবল হইতে শিশু সোহাগকে দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধার
রিয়াছে পুলিশ। কিন্তু আমরা চাই পুলিশ সম্ভাব্য অপহরণকারী ও চাঁদাবাজদের
াগেভাগেই গ্রেফতার করিয়া অপহরণের ঘটনাই যাহাতে না ঘটে সেই ব্যবস্থা
রুক। এক শ্রেণীর পুলিশ ও পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে অপহরণকারী চাঁদাবাজ তথা
ন্ত্রাসীদের সখ্যতা আছে–এই কথা সবাই জানে। কর্তৃপক্ষের উচিত হইবে
াহাদের চিহ্নিত করিয়া শাস্তি দেওয়া। তাহা না হইলে এই শ্রেণীর পুলিশ ও
লিশ কর্মকর্তার জন্য যেমন গোটা পুলিশ বাহিনীর বদনাম ঘুচিবে না তেমনি
ন্ত্রাসীরাও রীতিমতো জানান দিয়া স্কুল হইতে ছাত্র-ছাত্রী অপহরণ করিবার স্পর্ধা
খাইয়াই যাইবে। সিভিল এভিয়েশন হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও
ভিভাবকরা আতংকের মধ্যে আছেন। প্রথম কাজ হইতেছে তাহাদের মন হইতে
াতংকের ছায়া যথাসম্ভব দূর করা। কর্তৃপক্ষ আশা করি এই ব্যাপারে দ্রুত পর্যাপ্ত
বস্থা গ্রহণ করিতে কার্পণ্য করিবেন না। নগরীর অধিকাংশ স্কুলের সামনে সাদা
াশাকধারী পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি। প্রশ্ন হইতেছে,
ই ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না। স্কুল হইতে বাসায় যাওয়ার পথে বা বাসা হইতে স্কুলে
ওয়ার পথে ছাত্র-ছাত্রীরা অপহরণকারীদের কবলে পড়িলে পুলিশ তাহাদের রক্ষা
রিতে পারিবে তো? আমরা নগরীর স্কুলগুলির কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্ভাব্য
পহরণকারীদের কবল হইতে রক্ষা করিতে পুলিশের পক্ষ হইতে সর্বোচ্চ
তর্কতামূলক পদক্ষেপ আশা করি। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের প্রতিও